Sreyasree Dey

করতে পারি। তাঁর মতে, গবেষণা-বিষয় ও গবেষণা প্রকল্পের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই কারণে ব্যক্তি এবং সংগঠন স্তরে সামাজিক বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই। মনে রাখতে হবে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট গবেষণা বিষয় এবং গবেষণা প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

জাতিতাত্ত্বিক মতবাদ বা এথনোমেথডোলজি (Ethnomethodology)-এর অন্যতম উপাদান হিসেবে আমরা প্রতিফলনশীলতা বা 'রিফ্লেক্সিভিটি'কে খুঁজে পাই। উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টিকে সহজ করে বলা যায়। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষেরা মনে করেন যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যা কিছু ঘটছে তা মহাশক্তিমান ঈশ্বরের ইচ্ছায়। সেই কারণে মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য নানাবিধ ধর্মীয় কর্মকান্ড অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরণের ধর্মীয় উপাসনা প্রতিফলনশীল ক্রিয়ার (Reflexive action) স্পষ্ট উদাহরণ। মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব কর্মকান্ডের পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গি মূল চালিকাশক্তি। এমনকী কখনো ঈশ্বরের জন্য নানা উৎসর্গ ও উপাসনার পরও মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হলেও সমাজস্থ মানুষ নিজস্ব মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর বিশ্বাসেই অটল থাকবে। ভাববে, নিশ্চয়ই ঈশ্বর আরাধনায় কোনো ভুল হয়েছে তাই তারা ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত। অথবা 'ঈশ্বর যা করেছেন মঙ্গলের জন্য'। হয়তো পরে তাদের জন্য আরও ভালো কিছু অপেক্ষা করে আছে! মানুষের এই ধরণের আচার-আচরণ হলো প্রতিফলনশীল বা 'রিফ্লেক্সিভ'। এর মাধ্যমেই মানুষের 'সমাজমন' তার বিশ্বাস বজায় রাখে। এই প্রতিফলনশীলতাই (রিফ্লেক্সিভিটি) মানুষের কর্মকান্ডের মূল চালিকাশক্তি।

জাতিতাত্ত্বিক (এথনোমেথডোলজি) মতবাদ অনুযায়ী, সাধারণভাবে মানুষের কর্মকান্ডের অধিকাংশই হচ্ছে প্রতিফলনশীল বা রিফ্লেক্সিভ (Reflexive)। এমনও দেখা গেছে সমাজ গবেষকরা এটা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি হওয়া যুগ যুগ ধরে চলে আসা সাধারণবোধজাত বিশ্বাসকে (Common sense belief) মানুষ বাস্তব বলে মনে করছে যা আসলে মিথ, অলীক ধারণা। এই প্রতিফলনশীল বা 'রিফ্লেক্সিভ' মিথষ্ক্রিয়া কীভাবে সংঘটিত হয় জাতিতাত্ত্বিক (এথনোমেথডোলজি) সমাজ গবেষণায় এই সম্পর্কিত অনুসন্ধানকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়।

সমাজ গবেষণা পদ্ধতিতে প্রতিফলনশীলতা বা রিফ্লেক্সিভিটির বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়। এ শুধুমাত্র মনোভাবের (attitude) বিষয় নয়, অনুভূতিরও (sensibility) বিষয়। ১৯৮০-র দশকে ব্যাখ্যামূলক সমাজ গবেষণায় এই পদ্ধতি বেশি করে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। একাধারে সমাজ গবেষক এবং গবেষক গোষ্ঠীর আত্ম-প্রতিফলনশীল (self-reflexive) মিথষ্ক্রিয়া যেমন এর বিবেচ্য তেমনি বিবেচ্য লক্ষ্য দল বা উত্তরদাতাদের প্রতিফলনশীল বা রিফ্লেক্সিভ (reflexive) মিথষ্ক্রিয়া। সমাজ গবেষক চর্চার মাধ্যমে এই ধরণের দক্ষতা লাভ করে। খুব ছোট ছোট, আপাত গুরুত্বহীন বিষয়গুলো গবেষণা ক্ষেত্রে সংঘটিত হওয়া বা না হওয়ার বিষয়গুলো তার নজর এড়ায় না। এসবের মাধ্যমেই গবেষক গবেষণা ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর অবস্থান ও ভূমিকাকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতেই সমাজ গবেষক এবং উত্তরদাতারা পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পারে এবং জ্ঞাননির্মাণ (Knowledge construction) প্রক্রিয়ায় ভূমিকা গ্রহণ করে।

সাধারণভাবে বলা যায়, প্রতিফলনশীলতা বা 'রিফ্লেক্সিভিটি' একটি আত্মবাচক প্রত্যয়। অর্থাৎ গবেষণা বস্তু, গবেষণা প্রেক্ষাপট এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গবেষকের বারবার গঠনমূলক আত্মবিশ্লেষণ। গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তর অতিক্রম করে নিজেদের অবস্থান অনুধাবন করা যাতে নৈর্ব্যক্তিকভাবে নিজেদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। গুণগত বা qualitative গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে গবেষকদের এই দক্ষতা গবেষণার মান বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করে।

(Ref. Book: Methods of Sociological Inquiry and Research by Dr, Aniruddha Choudhury)